দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 SEP 2008

পৃষ্ঠা - ১৬ কলাম - ৫

বেতন ভাতা বন্ধ : দুরবস্থার মধ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিসের স্টাফ

দুই হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

॥ নিজামুল হক ॥

সারা দেশে উপজেলা মাধ্যমিক অফিসে কর্মরত দুই হাজার শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীর ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত। এদের মধ্যে কারো তিন-চার মাস বা কারো এক বছর ধরে বেতন বন্ধ রয়েছে। ফলে হতাশা ও আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এসব কর্মকর্তা- কর্মচারী। প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) সভায় অনুমোদনের পরও পদগুলো রাজস্ব খাতে স্থানান্তর না হওয়ায় ঝুলে আছে এদের ভাগ্য।

সূত্র জানায়, বর্তমানে উপজেলা শিক্ষা অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদগুলো রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের ৬৬ টি পদ উপজেলা শিক্ষা অফিসের পদগুলোর সঙ্গে মাঠপর্যায়ে সমন্বয় করে প্রস্তাব পাঠানোর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের এ পদগুলো নিয়ে সুরাহা না হওয়ায় রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের কাজ এগুচ্ছে না।

১৯৯৪ সালে চারটি উপবৃত্তি প্রকল্প- বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এ্যাসিসট্যান্ট প্রজেক্টের (এফএসএসএপি)-১১৮টি উপজেলা, বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে

(১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বেতন ভাতা বন্ধ

(১৬শ পৃঃ পর)

ফিমেল সেকেন্ডারী স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এফএসএসপি) ২৭০টি উপজেলা, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে সেকেন্ডারি এডুকশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইডিপি)-৫৩টি উপজেলা ও নরওয়ে সরকারের সাহায্যপুষ্ট ফিমেল সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এফইএসপি)-১৯টি উপজেলা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক উপজেলা শিক্ষা অফিস স্থাপন করে। পরবর্তীতে প্রকল্পের 'উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তার' পদ 'উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার' এবং 'সহকারি উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তার' পদ 'সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার' নামকরণ করা হয়। সরকারের নিকার সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ৬ জন জনবল নিয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এ পদগুলো রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

নিকার সভার অনুমোদিত এফএসএসএপি'র ৭১৪টি পদের বিপরীতে ৬৯৮টি, এফএসএসপি'র ১ হাজার ৮০টি পদের বিপরীতে ১ হাজার ৬৩, এসইডিপি'র ৩১৮টি পদের বিপরীতে ২৯১টি, এফইএসপি'র ৯৫টি পদের বিপরীতে ৯৩টিসহ মোট ২ হাজার ১৪৫টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

উপজেলা শিক্ষা অফিসাররা অভিযোগ করেন, শিক্ষা ভবনে কর্মরত প্রজেক্ট বাস্তবায়ন ইউনিটের ৬৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ নেয়া হলেও তাদের পদগুলো রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য তারা বিরোধিতা করেন। উক্ত ৬৬ জন কর্মকর্তা- কর্মচারী শিক্ষা ভবনে পদ সৃষ্টি করে নিজেদের পদগুলো রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের চেষ্টা করেন। ফলে প্রকল্পের ২ হাজার ১৪৫ এবং নতুন সৃষ্ট ১৯টি উপজেলার ৭৫৩টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে প্রক্রিয়ার সময় তাদের পদগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে নিকার সভার মাধ্যমে যখন প্রকল্পের পদগুলোর রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের শেষ পর্যায়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের জন্য রয়েছে সেই মুহূর্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে তাদের পদগুলোতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য তারা দাবি জানায়। উপজেলা শিক্ষা অফিসে কর্মরত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আমাদের জিম্মি করে ৬৬টি পদ অনুমোদনের চেষ্টা করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, সামনে ঈদ। কয়েক মাস ধরে বেতন বন্ধ রয়েছে। এ মুহূর্তে আমাদের মানবেতর জীবন-যাপন করতে হচ্ছে।

ফিমেল সেকেন্ডারি প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আফজাল হোসেন জানান, ৬৬টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয় নিয়ে সমস্যা হয়েছে তা জানতে পেরেছি। এ বিষয় অর্থ মন্ত্রণালয়ই সিদ্ধান্ত নেবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই।